12470 - রোযাদার কখন ইফতার করবে?

প্রশ্ন

সূর্য ডোবার পরপরই ইফতার করা উত্তম; নাকি আকাশ থেকে আলো দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সুন্নত হচ্ছে- অবিলম্বে ইফতার করা; অর্থাৎ সূর্য ডোবার অব্যবহিত পরেই ইফতার করা। বরং তারাগুলো উদিত হওয়া পর্যন্ত দেরী করা ইহুদীদের কর্ম এবং শিয়া রাফেযি সম্প্রদায় তাদেরকে অনুসরণ করে আসছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ভালভাবে সন্ধ্যা হওয়ার জন্য দেরী করা রোযাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকি আযান শেষ হওয়া পর্যন্তও বিলম্ব করা ঠিক নয়। কারণ এর কোনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ নয়।

সাহল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মানুষ ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা অবিলম্বে ইফতার করবে"।[সহিহ বুখারী (১৮৫৬) ও সহিহ মুসলিম (১০৯৮)]

ইমাম নববী বলেন:

"এ হাদিসে সূর্য ডোবা নিশ্চিত হওয়ার পর অবিলম্বে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ রয়েছে। যতদিন উম্মত এ সুন্নত রক্ষা করে যাবে ততদিন তারা সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণে থাকবে। যদি তারা ইফতার করতে বিলম্ব করতে থাকে তাহলে সেটা তাদের বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হওয়ার আলামত।"[শারহে মুসলিম (৭/২০৮)]

ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ও মাসরূক আয়শো (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম: ইয়া উম্মুল মুমেনীন! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন অবিলম্বে ইফতার করেন ও অবিলম্বে নামায পড়েন। অপর একজন বিলম্বে ইফতার করেন ও বিলম্বে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন: তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অবিলম্বে ইফতার করেন ও অবিলম্বে নামায পড়েন? আমরা বললাম: আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করতেন।[সহিহ মুসলিম (১০৯৯)]

সতর্কতা:

"এ যামানায় যে গর্হতি বদিাতগুলো প্রবর্ততি হয়ছে সগেুলোর মধ্যে রয়ছে রমযান মাসে ফজর হওয়ার ২০ মনিটি আগে দ্বতিীয় আযান দয়ো এবং বাতগিুলো নভিয়িে দয়ো; যে বাতগিুলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তরি জন্য পানাহার নষিদ্ধি হওয়ার আলামত হসিবে রাখা হয়। যে ব্যক্তি এটি প্রবর্তন করছে সে এই ধারণা থকেে করছে যে, এতে ইবাদতরে ক্ষত্রেে সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। গুটি কতক মানুষ ছাড়া আর কাউকে বষিয়টি জানায় না। একই চন্তিা থকেে তারা সূর্য ডোবার কছিু সময় পরে আযান দয়ে; তাদরে ধারণা অনুযায়ী যাতে করে সময় হওয়াটা জোরদার হয়। এভাবে তারা ইফতার করতে দরেী করে ও সহেরেী খাওয়া আগে আগে শষে করে সুন্নাহ্র বপিরীত আমল করে যাচ্ছে। তাই তাদরে মাঝে কল্যাণ হ্রাস পয়েছেে এবং অকল্যাণ বৃদ্ধি পয়েছে। আল্লাহ্ই সহায়।"[ফাতহুল বারী (৪/১৯৯)]